নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করা

الدعاء مخ العبادة

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

সনজরী পাবলিকেশন প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী সংকলিত **শামসুল মাশায়েখ হযরত পীর জামিন নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী (রাহ.)-এর জীবন** থেকে

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ড. আসলাম প্রণীত *শানে রাসুল বযবানে হক*'র বাংলা অনুবাদ **খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *হাকীকতে তাসাউফ*'র বাংলা অনুবাদ **তাসাউফের আসল রূপ**

দিল্লীর প্রখ্যাত লেখক ড. জহুরুল হাসান শারেব রচিত *দিল্লীকা বাইশ খাজা*'র বাংলা অনুবাদ **দিল্লীকা বাইশ খাজা**

পীর জাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী রচিত **ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মকবুল দোয়াসমূহ**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *ইসলাম মেঁ খাওতিনকে হুকুক*'র বাংলা অনুবাদ **ইসলাম ও নারী**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *দোয়া আওর আদাবে দোয়া*'র বাংলা অনুবাদ **দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *ফাসাদে কলব আওর উনকা ইলাজ*'র বাংলা অনুবাদ **আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *তা'লীমাতে ইসলাম*'র বাংলা অনুবাদ **ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (ঈমান)**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *তা'লীমাতে ইসলাম*'র বাংলা অনুবাদ **ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা (ইসলাম)**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *রাহাতুল কুলূব ফী মাদহিন্নাবীয়্যিল মাহবুব*'র বাংলা অনুবাদ **প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় হৃদয়ের প্রশান্তি**

الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা

মূল

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ

মাওলানা মীর জাবেদ ইকবাল

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সনজরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

HOD

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَيْـنِ وَالثَّـقَـلَيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَم

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী
ভাষান্তর : মাওলানা মীর জাবেদ ইকবাল
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ০৫ এপ্রিল ২০১০, ১৯ রবিউস সানি ১৪৩১, ২২ চৈত্র ১৪১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৮ জুলাই ২০১১, ১৫ শাবান ১৪৩১, ৩ শ্রাবণ ১৪১৮ বাংলা
মূল্য : ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

Namazer Por Hath Othiye Dua Kora, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated In Bengali By: Mir Javed Iqbal. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 70/-

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ১—৭

فَصْلٌ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

[দোয়ার ফযীলত]

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৮—২১

فَصْلٌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

[ফরজ নামাজের পর দোয়া করা]

তৃতীয় অধ্যায় : ২২—৩৮

فَصْلٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

[দোয়াতে হাত উঠানো]

প্রমাণপঞ্জী : ৩৯—৫১

প্রকাশকের কথা

আমরা মুসলমান। আমাদের প্রভু আল্লাহ। প্রতিনিয়ত আমরা দুনিয়ার নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন। কখনো কখনো আমাদের হৃদয়-মন হয়ে উঠে ব্যথিত দুঃখিত। এই বেদনার্থ মনের প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও অন্যান্য নফল নামাজের পর আমরা আল্লাহর দরবারে আকুতি-মিনতি সহকারে হৃদয়ের ফরিয়াদ উত্থাপন করি যাকে বলা হয় মুনাজাত। মুনাজাত শব্দটির সাথে আমরা খুবই পরিচিত। অনাদিকাল হতে আমরা আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে আসছি। কিন্তু মুনাজাতের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে আমাদের মাঝে রয়েছে অনেক বিতর্ক। রয়েছে হাত তোলা ও না তোলার প্রসঙ্গে।

বর্তমান যুগের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী নামাজের পরে হাত তুলে দোয়ার ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য সহীহ হাদিসের আলোকে نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا নামক পুস্তিকাটি সংকলন করেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করা শুধু বৈধ নয়, বরং সুন্নাত। বইটি আমার নিকট খুবই পছন্দ হয়েছে বলে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা বইয়ের মৌলিকত্ব অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লে আগামী সংরক্ষণে সংকলনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সালামাসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

فَصْلٌ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

দোয়ার ফযীলত

١ . عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:٦٠]

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَبُودَاوُدَ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

হযরত নু'মান বিন বশীর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'দোয়া হল মূল ইবাদত।' অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দলীলস্বরূপ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। নিশ্চয় যে সব লোক আমার ইবাদত (অর্থাৎ আমার নিকট দোয়া করা) থেকে বিরত থাকে এবং অহংকার করে, তারা অচিরেই অসম্মানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[১]

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুত তাফসীর, باب : ومن سورة المؤمن, ৫:৩৭৪, হাদীস : ৩২৪৭
২. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুত তাফসীর, باب : ومن سورة البقرة, ৫:২১১, হাদীস : ২৯৬৯
৩. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء فى فضل الدعاء, ৫:৪৫৬, হাদীস : ৩৩৭২
৪. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب فى الدعاء, ২:৭৬, হাদীস : ১৪৭৯
৫. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, কিতাবুদ দোয়া, باب فضل الدعاء, ২:১২৫৮, হাদীস : ৩৮২৮
৬. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, সূরা গাফির, ৬:৪৫০, হাদীস : ১১৪৬৪
৭. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৩:১৭২, হাদীস : ৮৯০
৮. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ১:৬৬৭, হাদীস : ১৮০২
৯. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:২৬৭, ২৭১, ২৭৬
১০. আবূ ইয়ালা, আল মু'জাম, ১:২৬২, হাদীস : ৩২৮
১১. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, ১:১০৮, হাদীস : ৮০১

[তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন। আবূ দাঊদ শরীফেও হাদীসটি রয়েছে। হাকেম বলেন, সনদের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে হাদীসটি সহীহ।]

٢ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَ ابْنُ مَاجَةَ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহর দরবারে কোন বস্তু দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও আদরনীয় নয়।'[১]

[তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনে মাজাহ শরীফেও হাদীসটি রয়েছে। হাকেম বলেন, সনদের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে হাদীসটি সহীহ।]

٣ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি এই বিষয়ে আনন্দিত যে, আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা ও দুরাবস্থার সময় তার দোয়া কবুল করেন, তার উচিত স্বাভাবিক অবস্থায় অধিক হারে দোয়া করা।'[২]

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء فى فضل الدعاء, ৫:৪৫৫, হাদীস : ৩৩৭০
২. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, কিতাবুদ দোয়া, باب فضل الدعاء, ২:১২৫৮, হাদীস : ৩৮২৯
৩. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৩:১৫১, হাদীস : ৮৭০
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ১:৬৬৬, হাদীস : ১৮০১
৫. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:৩৬২, ২৫২৩
৬. বায়হাকী, শু'আবূল ঈমান, ২:৩৮, হাদীস : ১১০৬
৭. বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, ১:২৪৯, হাদীস : ৭১২

[২] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجاب, ৫:৪৬২, হাদীস : ৩৩৭২
২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الدعاء, ২:৭৬, হাদীস : ১৪৭৯
৩. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, কিতাবুদ দোয়া, باب فضل الدعاء, ২:১২৫৮, হাদীস : ৩৮২৮
৪. নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা, সূরা গাফির, ৬:৪৫০, হাদীস : ১১৪৬৪
৫. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৩:১৭২, হাদীস : ৮৯০

[তিরমিযী ও হাকেম। হাকেম বলেন, সনদের ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।]

٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ، وَالدَّيْلَمِيُّ.

'হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ (অর্থাৎ মূল ও সারবস্তু)।'[১]

[তিরমিযী ও দায়লমী]

٥. عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 'দোয়া ব্যতীত অন্য কিছু তকদীর বদলাতে পারেনা। আর পূণ্য ব্যতীত অন্য কিছু হায়াত বাড়াতে পারে না।'[২]

[তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।]

---

৬. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ১:৬৬৭, হাদীস : ১৮০২
৭. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:২৬৭, ২৭১, ২৭৬
৮. আবূ ইয়ালা, আল মু'জাম, ১:২৬২, হাদীস : ৩২৮
৯. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, ১:১০৮, হাদীস : ৮০১

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء فى فضل الدعاء ৫:৪৫৬, হাদীস : ৩৩৭১
২. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব, ২:২২৪, হাদীস : ৩০৮৭
৩. হাকেম তিরমিযী, নওয়াদিরুল উসূল, ২:১১৩
৪. ইবনে রজব, জামিউল উলূম ওয়াল-হিকাম, ১:১৯১
৫. মুনযরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২:৩১৭, হাদীস : ২৫৩৪

[২] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاءلايرد القدرإلا الدعاء ৪:৪৪৮, হাদীস : ২১৩৯
২. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ১:৬৭০, হাদীস : ১৮১৪
৩. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ৬:১০৯, হাদীস : ২৯৮৬৭
৪. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:২৭৭, ২৮০, ২৮২, হাদীস : ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১
৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবীর, ২:১০০, হাদীস : ১৪৪২, ইমাম আহমদ ও তাবরানী হযরত সওবান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন
৬. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৬:৫০১, হাদীস : ২৫৪০

٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَ قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে করা দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না।'[১]

[তিরমিযী ও নাসায়ী। তিরমিযী বলেন, হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি সহীহ ও হাসান।]

٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ. وَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

---

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب ماجاء فى أن الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة ১:৪১৫, হাদীস : ২১২
২. কিতাবুদ দাওয়াত, باب :فى العفو والعافية ৫:৫৭৬, হাদীস : ৩৫৯৪, ৩৫৯৫
৩. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬:২২, হাদীস : ৯৮৯৫, ৯৮৯৭
৪. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩:১১৯, হাদীস : ১২২২১, ১২৬০৬, ১৩৬৯৩
৫. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১:৩৩৪
৬. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ৬:৩১, হাদীস : ২৯২৪৭
৭. মুকাদ্দসী, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৪:৩৯২, হাদীস :১৫৬২
৮. আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৬:৩৬৩, হাদীস :৩৬৭৯
৯. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ৪:১৩৮, হাদীস :৫১৩৯
১০. ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ৪:১০২

হযরত আনস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে আদম-সন্তান! যতক্ষণ যাবৎ তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং আশা রাখবে, তুমি যা কিছুই করতে থাক, আমি তোমাকে মাফ করে দেব, আর আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম-সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের মেঘমালা পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়, তার পরও তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, তা হলে আমি মাফ করে দেব। আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম-সন্তান! তুমি যদি ভূপৃষ্ঠ ব্যাপী গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস, আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ এমন ভাবে হয় যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করনি, তা হলে আমি তোমার ভূপৃষ্ঠ ব্যাপী গুনাহ মাফ করে দেব।'[১]

[তিরমিযী, দারমী, আহমদ এবং তাবারানী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।]

٨. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

رَوَاهُ مُسْلِم.

হযরত আবূ দরদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যখন কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অবর্তমানে দোয়া করে, তখন (নিয়োজিত) ফেরেশতা বলেন, তোমার জন্যও এমনই হোক (যেমন তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করেছ)।'[২] [মুসলিম]

---

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াদ, باب :ف فضل التوبة والإستغفاروما ذكر من رحمة الله لعباده ৫:৫৪৮, হাদীস : ৩৫৪০
২.দারমী, আস-সুনান, ২:৪১৪, হাদীস :২৭৮৮
৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:১৬৭, হাদীস : ২১৫১০, ২১৫৪৪
৪. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে, ১২:১৯, হাদীস : ১২৩৪৬
৫. আল মু'জামুল আওসত ৫:৩৩৭, হাদীস : ৫৪৮৩। আল মু'জামুস সগির ২:৮২, হাদীস : ৮২০
৬. বায়হাকী, শু'আবূল ঈমানে হযরত আবূ যর (রা.) হতে, ২:১৭, হাদীস : ১০৪২
৭. হায়সমী , মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০:২১৬

[২] ১. মুসলিম, আস সহীহ, باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ৪:২০৯৪, হাদীস : ২৭৩২
২. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৪৫২, হাদীস : ৩৭৫৯৮
৩. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৩:২৬৮, হাদীস : ৯৮৯

٩. عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَت : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ».

رَوَاهُ مُسْلِمُ.

হযরত উম্মে দরদা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অবর্তমানে করা মুসলমানের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার পাশে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য নেক দোয়া করে থাকে, তখন ফেরেশতাটি বলেন, আমীন। তোমার ভাগ্যেও তাই হোক (যে দোয়া তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য করলে)।'[১]

[মুসলিম]

١٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (বিন আস) রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'সবচেয়ে দ্রুত কবুল হয় এমন দোয়া হল, একজন অনুপস্থিত লোক অপর একজন অনুপস্থিত লোকের জন্য (এখলাসের সাথে) যে দোয়াটি করে।'[২] [তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

---

৪. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ৬:২১, হাদীস : ২৯১৫৮, ২৯১৬১

[১] ১. মুসলিম, আস সহীহ, باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ৪:২০৯৪, হাদীস : ২৭৩৩
২. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৪৫২, হাদীস : ৩৭৫৯৯
৩. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩:৩৫৩
৪. ইবনে গজওয়ান, কিতাবুদ দাওয়াত ১:২৩৪, হাদীস : ৬৩

[২] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, باب : ما جاء ف دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، كتاب البر والصلة عن رسول الله ৪:২০৯৪, হাদীস : ২৭৩৩
২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب ف الدعاء بظهر الغيب ২:৮৯, হাদীস : ১৫৩৫
৩. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ৬:২১, হাদীস : ২৯১৫৯

١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُودَاوُدَ وَأَحْمَدُ. وَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

'হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'তিন (প্রকারের লোকের) দোয়া সন্দেহাতীত ভাবে কবুল হয়ে থাকে। অত্যাচারিতের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পিতা কর্তৃক সন্তানের জন্য করা বদ দোয়া।'[১]

[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও আহমদ। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।]

৪. দায়লমী, আল ফিরদাউস মাসূরিল খিতাব ১:৩৬৯, হাদীস : ১৪৯০
৫. আবদু ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ ১:১৩৩১, হাদীস : ৩২৭, ৩৩১
৬. কুযায়ী, মুসনাদ আস শিহাব ২:২৬৫, হাদীস : ১৩২৮, ১৩৩০
৭. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ৪:৪৩, হাদীস : ৪৭৩৪

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, كتاب البر والصلة عن رسول الله, باب : ما جاء في دعوة الوالدين, ৪:৩১৪, হাদীস : ১৯০৫
২. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب : ما ذكر في دعوة المسافر ৫:৫০২, হাদীস : ৩৪৪৮
৩. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب في الدعاء بظهر الغيب ২:৮৯, হাদীস : ১৫৩৬
৪. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:২৫৮, হাদীস : ৭৫০১, ৮৫৬৪, ১০১৯৯, ১০৭১৯, ১০৭৮১
৫. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৬:৪১৬, হাদীস : ২৬৯৯
৬. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ৬:১০৫, হাদীস : ২৯৮৩০
৭. বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, ১:২৫, হাদীস : ৩২
৮. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত, ১:১২, হাদীস : ২৪
৯. বায়হাকী, শু'আবূল ঈমান, ৩:৩০০, হাদীস : ৩৫৯৪
১০. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ৪:৪৩, হাদীস : ৪৭৩৫

فَصْلٌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

ফরজ নামাযের পর দোয়া করা

١٢. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

হযরত আবূ উমামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হল, কোন সময়ের দোয়া সব চেয়ে বেশী কবুল হয়ে থাকে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : 'রাতের শেষ ভাগে (করা দোয়া) এবং ফরজ নামাযগুলোর পরে (করা দোয়া তড়িৎ কবুল হয়ে থাকে)।'[১]

[তিরমিযী ও নাসায়ী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।]

١٣. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াদ, (৭৯) : باب ৫:৫২৬, হাদীস : ৩৪৯৯
২. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬:৩২, হাদীস : ৯৯৩৬
৩. আবদুর রায্যাক, আল-মুসন্নাফ, ২:৪২৪, হাদীস : ৩৯৪৪
৪. নাসায়ী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:১৮৬, হাদীস : ১০৮
৫. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত ৩:৩৭০, হাদীস : ৩৪২৮
৬. মুসনাদে শামী ১:৪৫৪, হাদীস : ৮০৩
৭. বায়হাকী, আস-সুনানুস সুগরা, ১:৪৭৭, হাদীস : ৮৩৯, ৮৪০
৮. ইবনে রজব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকম, ১:২৭৩
৯. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ২:৩২১, হাদীস : ২৫৫০
১০. আসকালানী, ফতহুল বারী, ১১:১৩৪
১১. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২:১৭২

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এরূপ বলতেন : বুখারী শরীফের রেওয়ায়তে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর যখন সালাম ফেরাতেন, তখন এরূপ বলতেন : আর মুসলিম শরীফের রেওয়ায়তে রয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায শেষে সালাম ফেরাতেন, তখন বলতেন : 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। সাম্রাজ্য তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাধর। আল্লাহ! যাকে তুমি দাও, তাকে কেউ রুখতে পারে না। যাকে তুমি রুখ, তাকে কেউ দিতে পারে না। আর কারো ঐশ্বর্য তোমার মোকাবেলায় তার পক্ষে কোন কাজে আসবে না।'[১]

[বুখারী ও মুসলিম]

---

[১] ১. বুখারী, কিতাবু সিফাতুস সালাতে, باب الذكر بعد الصلاة ১:২৮৯, হাদীস : ৮০৮
২. বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, باب الدعاء بعد الصلاة ৫:২৩৩২, হাদীস : ৫৯৭১
৩. বুখারী, কিতাবুল কাদর, باب لا مانع لما أعطي الله ৬:২৪৩৯, হাদীস : ৬৩৪১
৪. বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম বিস সুন্নাহ, باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ৬:২৬৫৯, হাদীস : ৬৮৬২
৫. মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়ায়িজুস সালাতে, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة, ১:৪১৪, হাদীস : ৫৯৩
৬. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب ما يقول إذا أسلم من الصلاة ২:৯৬, হাদীস : ২৯৯
৭. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب يقول الرجل إذا سلم ২:৮২, হাদীস : ১৫০৫
৮. নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবুস ছহু, باب نوع آخر من الدعاء عند الإنصراف من الصلاة ৩:৭০, হাদীস : ১৩৪১, ১৩৪২
৯. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৯৭, ২৪৫-২৪৭, ২৫০, ২৫৪, ২৫৫
১০. ইবনে খুযাইমা, আস সহীহ ১:৩৬৫, হাদীস : ৭৪২
১১. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৫:৩৪৫, হাদীস : ২০০৫, ২০০৭
১২. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ১:২৬৯, হাদীস : ৩২২৪
১৩. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২:১৮৫, হাদীস : ২৮৪০
১৪. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ২০:৩৮৮, হাদীস : ৯১৪

١٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ ﷺ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

হযরত আমর বিন মায়মূন আল-আওদী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু নিজের সন্তানদের এই সব কথাগুলো এমন ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন, যেরূপ শিক্ষা দিয়ে থাকেন শিক্ষকেরা ছাত্রদেরকে। তিনি বলেন : নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সব বুলি দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। (তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন) : হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই এই থেকে যে, আমি ইতর ও অসম্মানের জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আর দুনিয়ার ফেতনা থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। (হযরত আমর বিন মাইমূন বর্ণনা করেন) আমি যখন এ হাদীসটি হযরত মুসা'আব (বিন সা'আদ)-এর সম্মুখে বর্ণনা করি, তখন তিনি এ হাদীসটি সত্য বলে ঘোষণা করেন।'[১] [বুখারী ও তিরমিযী। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।]

---

[১] ১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, باب ما يتعوذ من الجبن ৩:১০৩৮, হাদীস : ২৬৬৭
২. বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, باب التعوذ من عذاب القبر ৫:২৩৪১, হাদীস : ৬০০৪
৩. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في دعاء النبي وتعوذه في دبر كل صلاة, ৫:৫৬২, হাদীস : ৩৫৬৭
৪. নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবুল ইসতিয়াযা, باب الإستعاذة من العجز, ৮:২৬৭, হাদীস : ৫৪৪৭
৫. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১:১৮৬, হাদীস : ১৬২১
৬. ইবনে খুযাইমা, আস সহীহ ১:৩৬৭, হাদীস : ৭৪৬
৭. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৫:৩৭১, হাদীস : ২০২৪
৮. বাযযার, আল-মুসনাদ ৩:৩৪৩, হাদীস : ১১৪৪
৯. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ৬:১৭, হাদীস : ২৯১৩০
১০. আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ২:১১০, হাদীস : ৭৭১

١٥. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : «يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»، وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانُ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

হযরত মু'আয বিন জবল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরলেন আর বললেন : 'হে মু'আয! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।' হযরত মু'আয রাদিআল্লাহু আনহু আরজ করলেন, (ইয়া রসূলাল্লাহ!) আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমিও আপনাকে অত্যধিক ভালবাসি। অতঃপর, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া করবে; কখনো বাদ দেবে না। হে আল্লাহ! তোমার জিকির, তোমার শোকর এবং সুষ্ঠুরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।' অতঃপর হযরত মু'আয রাদিআল্লাহু আনহু এই দোয়ার উপদেশ সুনাবেহীকে দিলেন আর তিনি উপদেশ দিলেন আবূ আবদুর রহমানকে (যেন প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া করে থাকেন)।'[১]

১১. নাসায়ী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলাহ ১:১৯৮, হাদীস : ১৩১

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الإستغفار ২:৮৬, হাদীস : ১৫২২

২. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, باب ما يستحب من الدعاء دبر الصلوات المكتوبات ৬:৩২, হাদীস : ৯৯৩৭

৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:২৪৪, হাদীস : ২২১৭২

৪. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ৫:৩৬৫, হাদীস : ২০২১

৫. হাকেম, আল-মুসতাদরিক, ১:৪০৭, হাদীস : ১০১০

৬. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৭:১০৪, হাদীস : ২৬৬১

৭. বায়হাকী, আস-সুনানুস সুগরা, ১:২৭, হাদীস : ১৭

৮. তাবরানী, আষ মু'জামুল কবীর, ২০:৬০, হাদীস : ১১০

৯. নাসায়ী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:১৮৬, হাদীস : ১০৯

১০. ইবনুস সুন্নী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:৪৫, হাদীস : ১১৯

১১. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ২:৩০০, হাদীস : ২৪৭৫

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। শব্দমালা নাসায়ীর। হাকেম বলেন, শায়খাইনের শর্তের প্রেক্ষিতে হাদীসটি সহীহ।]

١٦. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ... فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ... الحديث.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'আজ রাত আমার রব অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে আমার নিকট এলেন। আল্লাহ পাক আমাকে বললেন : হে মোহাম্মদ! আপনি যখন নামায শেষ করেন, তখন এই দোয়াটি করবেন : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উত্তম আমলগুলোকে আপন করে নেবার, মন্দ কার্যাদি পরিহার করার আর মিসকিনদের প্রতি ভালবাসার প্রার্থনা করি। আর যখন তুমি তোমার বান্দাদের পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছা করবে, তার পূর্বে তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নিয়ে যাও।'[১]

[তিরমিযী, মালেক ও আহমদ। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ। হাকেম বলেন, এ হাদীসটি সহীহ]

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুত তাফসীর, باب ومن سورة ص ৫:৩৬৬, হাদীস : ৩২৩৩; তিরমিযী হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেছেন; ৫:৩৬৮, হাদীস : ৩২৩৫

২. মালেক, মুআত্তা, কিতাবুল কুরআন, باب العمل ف الدعاء ১:২১৮, হাদীস : ৫০৮

৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১:৩৬৮, হাদীস : ৩৪৮৪, ৫:২৪৩, হাদীস : ২২১৬২

৪. হাকেম, আল-মুসতাদরিক ১:৭০৮, হাদীস : ১৯৩২

৫. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ২০:১০৯, হাদীস : ২১৬

৬. আবদু ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ, ১:২২৮, হাদীস : ৬৮২

৭. মুনযরী, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ১:১৫৯, হাদীস : ৫৯১

৮. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:১৭৭

١٧. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ، قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ يَقُوْلُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوْبِي كُلَّهَا اَللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ إِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا وِلاَ يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ».

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي مُعَاجِمِهِ الثَّلاَثَةِ وَالحَاكِمُ. وَالطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ وَلَفْظُهُ : مَا سَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِ صَلاَةَ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوْبِي ... فَذَكَرَ الدُّعَاءَ الْمَذْكُوْرَ هُنَا. وَرِجَالُهُ وُثِّقُوْا.

হযরত আবূ আইয়ূব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি যখনই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে একতেদা করেছি, দেখেছি, তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তখন তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনতাম : হে আল্লাহ! আমার সমুদয় ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে (আমার ইবাদত-বন্দেগীতে ও আনুগত্যে) সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যময় রাখ। আমাকে তোমার পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ দাও। আমাকে নেক আমল ও সচ্চরিত্রের দিকে পরিচালিত কর। নিশ্চয় নেক আমল ও সচ্চরিত্রের দিকে হেদায়ত তুমি বিনে কেউ করতে পারে না। আর বদ আমল ও বদ আখলাক থেকে তুমি ব্যতীত কেউ বাঁচাতে পারে না।'[১]

[তাবরানী তাঁর তিনটি হাদীসের গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিমও বর্ণনা করেছেন। তবে তাবরানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কবীরে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর শব্দ ছিল এরকম : তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তখন তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনতাম : হে আল্লাহ! আমার সমুদয় ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহ মাফ করে দাও। অতঃপর উপরোক্ত দোয়া করতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

[১] ১. তাবরানী, আল মু'জামুস সগীর, ১:৩৬৫, হাদীস : ৬১০
২. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত, ৪:৩৬২, হাদীস : ৪৪৪২
৩. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ৪:১২৫, হাদীস : ৩৮৭৫, ৭:২২৭, হাদীস : ৭৮৯৩
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরিক ৩:৫২২, হাদীস : ৫৯৪২
৫. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'সূরিল খিতাব, ১:৪৭৫, হাদীস : ১৯৩৫
৬. ইবনুস সুন্নী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:৪৫, হাদীস : ১১৭
৭. হায়সমী , মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০:১৭৩, আর বলেছেন, এর রাবিসমূহ সিকাহ
৮. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২:১৭০

١٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ، قَالَ : كَانَ مَقَامِيْ بَيْنَ كَتَفَيْ رَسُولِ الله ﷺ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوَاتِمَهُ عَمَلِي رِضْوَانَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ».

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَابْنُ السُّنِّي وَالدَّيْلَمِي

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, (নামাযে) আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর পেছনে দাঁড়াতাম। তিনি যখন সালাম ফিরাতেন, বলতেন : হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অংশটি উত্তম করে দাও। হে আল্লাহ! আমার শেষ আমল তোমার সন্তুষ্টিসমৃদ্ধ কর। হে আল্লাহ! আমার দিবসগুলোর মধ্যে ঐ দিবসকে উত্তম কর, যে দিবসে আমি তোমার সাথে মিলিত হব।'[১]

[তাবরানী, ইবনুস সুন্নী ও দায়লমী]

١٩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، قَالَ : مَا دَنُوتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي صَلاَةَ مَكْتُوبَةَ أَوْ تَطَوُّع إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ الدَّعْوَاتِ لاَ يَزِيْدُ فِيْهِنَّ وِلاَ يَنْقُصُ مِنْهُنَّ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوْبِي كُلَّهَا اَللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ إِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا وِلاَ يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَالدَّيْلَمِي وَرِجَالُهُ رِجَالٌ ثِقَاتٌ.

হযরত আবূ উমামা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ফরজ কিংবা নফল নামাযে আমি যখনই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়েছি, আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বুলিগুলো সহকারে দোয়া করতে শুনেছি; যে বুলিগুলো তিনি বাড়াতেনও না, কমাতেনও না। (সেগুলো এই) হে আল্লাহ! তুমি আমার ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহগুলো মাফ করে দাও। হে

[১] ১. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত ৯:১৫৭, হাদীস : ৯৪১১
২. ইবনুস সুন্নী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:৪৬, হাদীস : ১২২
৩. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'সূরিল খিতাব, ১:৪৮০, হাদীস : ১৯৬২
৪. আসলুনী, কাশফুল খিফা, ১:৮০, হাদীস : ১৮৭, ২:৫৪, হাদীস : ১৬৬৩
৫. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০:১১০

আল্লাহ! আমাকে (আমার ইবাদত-বন্দেগীতে ও আনুগত্যে) সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যময় রাখ। আমাকে তোমার পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ দাও। আমাকে নেক আমল ও সচ্চরিত্রের দিকে পরিচালিত কর। নিশ্চয় নেক আমল ও সচ্চরিত্রের দিকে হেদায়ত তুমি বিনে কেউ করতে পারে না। আর বদ আমল ও বদ আখলাক থেকে তুমি ব্যতীত কেউ বাঁচাতে পারে না।'[১]

[তাবরানী ও দায়লমী। এ হাদীসের সনদের রাবীগণ অতিশয় গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য।]

٢٠. عَنْ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ: أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ: أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ.

رَوَاهُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبْرَانِي، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

হযরত আবু মারওয়ান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর উপস্থিতিতে হযরত কা'আব আল-আহবার রাদিআল্লাহু আনহু শপথ করলেন যে, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য নদীর মাঝখানে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, আমি তাওরাতে দেখেছি যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তিনি এই দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে তুমি আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও, যে দ্বীনকে তুমি আমার জন্য

[১] ১. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ৮:২০০, ২৫১, হাদীস : ৭৮১১, ৭৯৮২
২. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'সূরিল খিতাব, ১:৪৮০, হাদীস : ১৯৬২
৩. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০:১১২ এবং বলেছেন, হাদিসটি তাবরানী রেওয়ায়ত করেছেন। তার রাবীসমূহ যুবাইর বিন খরিকের রাবী আর তিনি সিকা।
৪. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২:১৭০
৫. কাযবিনী, আত তাদওয়িন ৩:২৫২

বানিয়েছ হেফাজতকারী। আর আমার দুনিয়াকে তুমি আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও, যে দুনিয়ায় তুমি রেখেছ আমার জন্য জীবন-জীবিকা। হে আল্লাহ! আমি তোমার রেজামন্দির আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গোস্বা থেকে। আর তোমার ক্ষমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার শাস্তি থেকে। তুমি যা দাও, তা কেউ রুখতে পারে না। যা তুমি রুখে নাও, তা কেউ দান করতে পারে না। আর ঐশ্বর্যশালীর ধন-ঐশ্বর্য তোমার বিপরীতে কোন কাজে আসবে না। হযরত মারওয়ান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে বর্ণনা করেন হযরত কা'আব রাদিআল্লাহু আনহু। তাঁকে হযরত সুহাইব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তখন এ কথাগুলো বলতেন।'[১]

[নাসায়ী, ইবনু হুযায়মা ও তাবরানী। হাদীসটির সনদ সহীহ।]

٢١. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَلَفْظُهُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

হযরত আবূ যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু প্রত্যেক নামাযে সালাম ফিরানোর পর (মুনাজাতে) বলতেন : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক। তাঁর কোন

[১] ১. নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবুস সহু, باب نوع آخر من الدعاء عند الإنحراف من الصلاة ৩:৭৩, হাদীস : ১৩৪৬
২. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ১:৪০০, হাদীস : ১২৬৯
৩. ইবনে খুযাইমা, আস সহীহ, ১:৩৬৬, হাদীস : ৭৪৫
৪. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ৮:৩৩, হাদীস : ৭২৯৮
৫. মুকাদ্দসী, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৮:৬৫, হাদীস : ৫৯ এবং বলেছেন হাদিসটির সনদ সহীহ
৬. হায়সমী, মওয়ারিদুয যমআন, ১:১৪৩, হাদীস : ৫৪১
৭. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২:১৭২

শরীক নাই। সাম্রাজ্য তাঁরই। আর সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি প্রত্যেক কিছুতে ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ পরাক্রমশালী ও শক্তিধর নাই। আমরা তাঁর ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করি না। সমস্ত নেয়ামত তাঁরই। আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা ও ফজল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তাঁর দ্বীনই বিশুদ্ধ, যদিও কাফেরদের কাছে তা অসহ্য।"[১]

[মুসলিম, নাসায়ী, আহমদ ও শাফেয়ী। শব্দমালা ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহির : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বুলিগুলো প্রত্যেক নামাযের পর উচ্চস্বরে বলে থাকতেন।]

٢٢. عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ : صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ.

[১] ১. মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়ায়িজুস সালাতে, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة, ১:৪১৫, হাদীস : ৫৯৪
২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল বিতর, باب : ما يقول الرجل إذا سلم, ২:৮২, হাদীস : ১৫২২
৩. নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবুস ছহু, باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم, ৬:৭০, হাদীস : ১৩৪০
৪. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ১:৩৯৮, হাদীস : ১২৬৩, ৬:৩৮, হাদীস : ৯৯৫৬
৫. শাফেঈ, আল-মুসনাদ, ১:৪৪
৬. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৪
৭. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ ৬:৩৩, হাদীস : ২৯২৬২
৮. আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১২:১৮৪, হাদীস : ৬৮১১
৯. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২:১৮৪, হাদীস : ২৮৩৯
১০. তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া ১:২১৬, হাদীস : ৬৮১

رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

হযরত আযরক বিন কায়স রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমাদের ইমাম আমাদের নামায পড়ালেন। যাঁর উপনাম ছিল আবূ রিমসা রাদিআল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, আমি এই নামায অথবা এরূপ নামায হুযূর নবী পাকের সাথে পড়েছি। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু প্রথম সারিতে ডান দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন। অপর এক লোক তকবীরে উলায় এসে শামিল হলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন, ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরালেন। এমনকি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র চেহারা মোবারকের শুভ্রতা আমরা দেখতে পেয়েছি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন ভাবেই মুখ ফিরালেন, যেমনি ভাবে ফিরালেন হযরত আবূ রিমশা রাদিআল্লাহু আনহু। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং। এবার যে ব্যক্তি তকবীরে উলায় এসে শামিল হয়েছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে (বাড়তি) অপর দুই রাকাত নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর দিকে চড়াও হলেন। তাঁকে কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন আর বললেন : বসে যাও। কারণ, আহলে কিতাবরা কেবল এই কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের নামাযের মাঝখানে বিরতি দেয়া হত না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চক্ষু মোবারক উঠালেন। আর বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পরিশুদ্ধ বোধ-জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছেন।"[১]

[আবূ দাউদ, হাকেম, বয়হাকী ও তাবরানী। হাকেম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসটি সহীহ।]

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة, ১:২৬৪, হাদীস : ১০০৭
২. হাকেম, আল-মুসতাদরিক ১:৩০৪, হাদীস : ৯৯৬
৩. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২:১৯০, হাদীস : ২৮৬৭
৪. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত ২:৩১৬, হাদীস : ২০৮৮

٢٣. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، وَابْنُ جَرِيْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم، وَابْنُ مَرْدُوْيَه مِنْ طُرُق عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾]الشرح:٧] الْآيَةَ، قَالَ : إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ، فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، وَاسْأَلِ اللهَ وَارْغَبْ إِلَيْهِ.

ذَكَرَهُ إِبْنُ جَرِيْر وَالسُّيُوطِيُّ.

হযরত আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জরীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবূ হাতিম ও ইবনে মারদুয়াহ রাদিআল্লাহু আনহুম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ পাকের এই বাণী ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন : এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হে প্রিয় নবী! আপনি যখন নামায শেষ করবেন, তখন দোয়া করার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন। আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবেন আর তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করবেন।[১]

[ইবনে জরীর ও সুয়ূতী।]

٢٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾]الشرح:٧] مِنَ الصَّلاةِ ﴿فَانْصَبْ﴾]الشرح:٧] إِلَى الدُّعَاءِ ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾]الشرح:٨] فِي الْمَسْأَلَةِ.

ذَكَرَهُ وَالسُّيُوطِيُّ وَقَالَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الذِّكْرِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ 'আপনি যখন নামায শেষ করবেন', ﴿فَانْصَبْ﴾ 'তখন দোয়া করার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন'। ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ 'আর প্রার্থনা করার জন্য আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবেন।[২]

[১] ১. ইবনে জরীর, জামেউল বয়ান ৩:২৩৬
২. সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর ৮:৫৫১
৩. বায়যাভী, আনওয়ারুত তানযিল, ৫:৫০৬
৪. শওকানী, ফতহুল কদীর, ৫:৪৬৩
৫. ইবনুল যাওজী, জাদুল মসীর, ৯:১৬৬
৬. আলূসী, রুহুল মা'নী, ৩০:১৭২

[২] সুয়ূতী, আদ দুররুল মানছুর ৮:৫৫১
শওকানী, ফতহুল কদীর ৫:৪৬৩

[সুয়ূতী; তিনি বলেছেন, আবূদ দুনিয়া তাঁর যিকর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

٢٥. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ : ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾]الشرح:٧] قَالَ : إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ.

ذَكَرَهُ وَالسُّيُوطِيُّ وَالْجَصَّاصُ.

ইমাম আবদুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জরীর ও ইবনে মুনযির রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ হযরত কাতাদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন : ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾-এর মর্মার্থ হল, 'আপনি যখন নামায শেষ করবেন, তখন নিজেকে দোয়া করার জন্য নিয়োজিত করে নেবেন।'[১]

[সুয়ূতী ও জাস্‌সাস।]

٢٦. عَنْ قَتَادَةَ وَالضَّحَاكِ وَمُقَاتِلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾]الشرح:٧] أَيْ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يُعْطِكَ.

ذَكَرَهُ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ.

হযরত কাতাদা, দাহহাক ও মাকাতিল রাদিআল্লাহু আনহুম আল্লাহ পাকের এই বাণী ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ সম্পর্কে বর্ণনা করেন : এর মর্মার্থ হল, আপনি যখন নামায শেষ করবেন, তখন নিজেকে দোয়া করার জন্য নিয়োজিত করে নেবেন এবং প্রার্থনা করার জন্য তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করবেন। তিনি আপনাকে প্রদান করবেন।[২]

[ফখরুদ্দীন রাযী ও সুয়ূতী।]

[১] ১. সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর, ৮:৫৫২
২. জাসসাস, আহকামুল কুরআন ৫:৩৭৩
৩. নুহাস, আন নাসেখ ওয়াল মানসূখ ১:৭৭৩, হাদীস : ২৬

[২] ১. রাজী, তাফসিরুল কবীর, ৩২:৮
২. সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর, ৮:৫৫৫
৩. বগভী, মুআলিমুত তানযিল ৪:৫০৪
৪. সমআনী, আত-তাফসীর ৬:২৫২
৫. ইবনুল যাওজী, জাদুল মসীর ৯:১৬৬
৬. শওকানী, ফতহুল কদীর ৫:৪৬২

٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ الحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া বা প্রার্থনা করে না, আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর গোস্বা হয়ে থাকেন।[১]

[তিরমিযী, হাকিম, আবূ ইয়ালা, বুখারী তাঁর আল-আদব আল-মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন।]

٢٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার দোয়া ও তিন বার ইস্তেগফার করা পছন্দ করতেন।[২]

---

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب : منه (٢) ৫:৪৫৬, হাদীস : ৩৩৭৩
২. হাকেম, আল-মুসতাদরিক ১:৬৬৭, ৬৬৮, হাদীস : ১৮০৬, ১৮০৭
৩. আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১২:১০, হাদীস : ৬৬৫৫
৪. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ১:২২৯, হাদীস : ৬৫৮
৫. ইবনে রাজাব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকম ১:১৯১

[২] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الإستغفار ২:৮৬, হাদীস : ১৫২৪
২. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা ৬:১১৯, হাদীস : ১০২৯১
৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ১:৩৯৪, ৩৯৭, হাদীস : ৩৭৪৪, ৩৭৬৯, ৩৭৭০
৪. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ১০:১৫৯, হাদীস : ১০৩১৭
৫. শাফেঈ, আল-মুসনাদ ২:১৩৮, হাদীস : ৬৭৭
৬. নাসায়ী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলাহ ১:৩৩১, হাদীস : ৪৫৭
৭. আবূ নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ৪:৩৪৮

فَصْلٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

দোয়াতে হাত উঠানো

٢٩. قَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ﷺ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। আর নিজের উভয় হাত উত্তোলন করলেন। এমনকি আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় বাহুমূলের শুভ্রতা অবলোকন করেছি।[১]

٣٠. عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

হযরত আনস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত তুলেছেন, এমনকি আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় বাহুমূল মোবারকের শুভ্রতা অবলোকন করেছি।[২]

[বুখারী]

٣١. قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.

হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন : রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! যা খালিদ করল, তোমার দরবারে আমি তা থেকে মুক্ত।[১]

---

[১] ১. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুত দাওয়াত باب: رفع الأيدي في الدعاء ৫:২৩৩৫
২. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মাগাযী, باب: غزوة أوطاس ৪:১৫৭১, হাদীস : ৪০৬৮

[২] ১. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুত দাওয়াত باب: رفع الأيدي في الدعاء ৫:২৩৩৫
২. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল ইসতিসকা, باب: رفع الإمام يده في الإستسقاء ১:৩৪৯, হাদীস : ৯৮৪
৩. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: صفة النبي ৩:১৩০৭, হাদীস : ৩৩৭২

٣٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ الحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত তুলতেন, তা নিজের চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নেয়ার পূর্বে নামিয়ে নিতেন না।[২]

[তিরমিযী, হাকিম ও বায্যার। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।]

٣٣. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

---

[১] ১. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুত দাওয়াত رفع الأيدي في الدعاء باب: ৫:২৩৩৫
২. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মাগাযী, باب: بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ৪:১৫৭৭, হাদীস : ৮০৮৯
৩. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল আহকাম, باب: إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ ৬:২৬২৮, হাদীস : ৬৭৬৬
৪. নাসায়ী, আস-সুনান, কিতাবু আদাবুল কুজাত, باب: الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق ৮:২৩৬, হাদীস : ৫৪০৫
৫. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ ১১:৫৩, হাদীস : ৪৭৪৯
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯:১১৫, হাদীস : ২৮৬৭
৭. আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ ৫:২২১, হাদীস : ৯৪৩৪
৮. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ২:১৫০, হাদীস : ৬৩৮২

[২] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في رفع الأيدي في الدعاء ৫:৪৬৩, হাদীস : ৩৩৮৬
২. আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ ২:২৪৭, হাদীস : ৩২৩৪
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরক ১:৭১৯, হাদীস : ১৯৬৭
৪. বায্যার, আল-মুসনাদ ১:২৪৩, হাদীস : ১২৯
৫. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত ৭:১২৪, হাদীস : ৭০৫৩
৬. আবদু ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ ১:৪৪, হাদীস : ৩৯
৭. সুয়ূতী, জামিউস সগীর ১:১৫৬, হাদীস : ২৩৬
৮. মুনাবী, ফয়জুল কদীর ৫:১৩৮

হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন : যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, তখনই (দোয়ার উদ্দেশ্যে) আপন দুই মোবারক হাত উত্তোলন করতেন। এবং (দোয়া করার পর পুনরায়) হাত দুইখানি তাঁর নূরানী চেহারা মোবারকে বুলাতেন।[১]

[আবূ দাউদ, আহমদ ও তাবরানী।]

٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إِبِطُهُ يَسْأَلُ اللهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যখন কোন ব্যক্তি দোয়ার জন্য হাত উঠায়, এমনকি তার বাহুমূল পরিস্কার ভাবে প্রকাশ হয়ে যায়, অতঃপর সে যা-ই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করে। সাহাবারা জানতে চাইলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাড়াহুড়া মানে কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : সে বলবে, আমি প্রার্থনা করলাম, আমি আরাধনা করলাম. অথচ আমাকে কিছু দেয়া হল না।[২]

[তিরমিযী।]

٣٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا لا خَيْرَ فِيهِمَا، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ، فَلْيَقُلْ: يَا

---

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الدعاء ২:৭৯, হাদীস : ১৪৯২
২. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ২:২২১
৩. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ২২:২৪১, হাদীস : ৬৩১
৪. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান ২:৪৫
৫. সুয়ূতী, জামিউস সগীর ১:১৪৫, হাদীস : ২১৬
৬. মুকরিযী, মুখতাসার কিতাবুল বিতর ১:১৫২

[২] তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, (١٣٨) باب হাদীস : ৩৬০৮, ৩৯৬৯

حَيٌّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَدَيْهِ فَلْيُفْرِغْ ذَلِكَ الْخَيْرَ إِلَى وَجْهِهِ».

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক বড়ই চক্ষুলজ্জাশীল দয়াময়। তিনি এই বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন যে, তাঁর কোন বান্দা (দোয়ার জন্য) আপন দু'খানি হাত উত্তোলন করে দেবে, আর তিনি তা খালি ফিরিয়ে দেবেন। যখনই তোমাদের কেউ (দোয়ার জন্য) হাত উঠাও, তো এই কথাগুলো বলবে : يَا حَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ; এই কথাগুলো তিন বার বলবে। অতঃপর যখন সে নিজের হাত নামিয়ে ফেলবার ইচ্ছা করবে, তখন এই মঙ্গলময়তা তার চেহারায় বুলিয়ে দেবে।[১]

[ইবনে হিব্বান, আবূ ইয়া'লা, বাযযায ও তাবরানী। শব্দমালা তাবরানীর।]

٣٦. عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ : وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ وَأَنَا أَفْعَلُهُ.

ইমাম যুহুরী বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার সময় আপন উভয় হাত মোবারক পবিত্র বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। দোয়া শেষে হাত দুইখানা নিজের নূরানী চেহারায় বুলিয়ে নিতেন।[২]

---

[১] ১. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ ৩:১০৬, হাদীস : ৮৭৬
২. আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ৩:৩৯১, হাদীস : ১৮৬৭
৩. হিন্দি, কানযুল উম্মাল ২:৮৭, হাদীস : ৩২৬৬, ৩২৬৮
৪. বাযযার, আল-মুসনাদ, হযরত সালমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, ৬:৪৭৮, হাদীস : ২৫১১
৫. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ১২:৪২৩, হাদীস : ১৩৫৫৭
৬. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'ছুরিল খিতাব ১:২২১, হাদীস : ৮৪৭
৭. ইবনে রাসাদ, আল জামে' ১০:৪৪৩
৮. কুযায়ী, মুসনাদুস শিহাব ২:৩১৫. হাদীস : ১১১১
৯. মুনযরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২:৩১৫, হাদীস : ২৫২৭
১০. হায়সমী , মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০:১৬৯
১১. আসলুনী, কাশফুল খেফা ২:২৭১, হাদীস : ২২৯৭

[২] আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ ২:২৪৭, হাদীস : ৩২৩৪, ৩২৩৫, ৩:১২৩, হাদীস : ৫০০৩

[আবদুর রায্যাক। তিনি বলেন, মু'আম্মরকে অনুরূপ করতে দেখেছি আর আমিও তাই করি।]

٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন, আপন বরকতময় হাতের তালুদ্বয় স্বীয় নূরানী চেহারা বরাবর করতেন।[১]

[তাবরানী]

٣٨. عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

হযরত খাল্লাদ বিন সায়িব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন, আপন বরকতময় হাতের তালুদ্বয় স্বীয় নূরানী চেহারা বরাবর করতেন।[২]

[আহমদ]

٣٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ هَكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا. رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ وَنَحْوَهُ

---

[১] ১. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ১১:৪৩৫, হাদীস : ১২২৩৪
২. তাবরানী, আল মু'জামুল আওসত ৫:২৫০, হাদীস : ৫২২৬
৩. সুয়ুতী, জামিউস সগীর ১:১৪৫, হাদীস : ২১৭
৪. মুনাবী, ফয়জুল কদীর ৫:১৩৩

[২] ১. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ৪:৫৬
২. সুয়ুতী, জামিউস সগীর ১:১৪৬, হাদীস : ২১৭, ২৪৭
৩. মুযী, তাহযিবুল কামাল ৭:৭৭, হাদীস : ১৪১৮
৪. আসকালানী, তালখিসুল হবির ২:১০০, হাদীস : ৭২৩
৫. শওকানী, নাইলুল আওতার ৪:৩৫

হযরত আনস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমি নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দোয়া করতে দেখেছি। তিনি তাঁর উভয় হাতের তালুদ্বয় এবং (ইস্তিসকার মুনাজাতে) হাতের পৃষ্ঠদেশ এমন করে রাখতেন।[১]

[আবূ দাঊদ। আহমদও অনুরূপ।]

٤٠. عَنْ سَلْمَانَ ﷺ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللهَ ﷻ لَيَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا لاَ شَيْءَ فِيهِمَا».

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي.

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : নিশ্চয় এ বিষয়ে আল্লাহর চক্ষু লজ্জা পায় যে, তাঁর কোন বান্দা (দোয়ার উদ্দেশ্যে) তাঁরই সম্মুখে হাত উত্তোলন করে, আর তিনি সে হাতে কিছু না দিয়ে খালি ফিরিয়ে দেন।[২]

[তাবরানী]

٤١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا دَعَا الْعَبْدُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَسَأَلَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِّي لأَسْتَحِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ أَرُدَّهُ».

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الدُّعَاءِ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যখন কোন বান্দা দোয়া করে আর আপন হাত উত্তোলন করে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে যাচনা করে, তখন

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الدعاء : ২:৭৮, হাদীস : ১৪৮৭
২. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ৫:৪২৭, হাদীস : ২৩৬৭০
৩. শায়বানী, আল মাবসূত ১:১০২
৪. কুরতুবী, আল জামে লিআহকামিল কুরআন ১১:৩৩৭
৫. ইবনে আদী, আল কামেল ৫:৩২, হাদীস : ১২০২

[২] ১. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ৬:২৫৬, হাদীস : ৬১৪৮, কিতাবুদ দোয়া ১:৮৪, হাদীস : ২০৩, ২০৫
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল ২:৮৭, হাদীস : ৩২৬৭

আল্লাহ পাক বলেন : আমি নিশ্চয় আমার এই বান্দার ব্যাপারে লজ্জা বোধ করছি যে, আমি তার দোয়া ফিরিয়ে দিই।[১]

[তাবরানী]

٤٢. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا لاَ خَيْرَ فِيهِمَا».

رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ كَمَا قَالَ الْهِنْدِيُّ.

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক বড়ই চক্ষু-লজ্জাশীল ও দানশীল। এই বিষয়ে তিনি লজ্জাবোধ করেন যে, কেউ (দোয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে) আপন দুইখানি হাত উঠাবে, আর তিনি তাতে খয়রাত না দিয়ে খালি ফিরিয়ে দেবেন।[২]

[দারু কুতনী]

٤٣. عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ».

رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : দেওয়ালগুলোকে (পর্দা ইত্যাদি দ্বারা) ঢেকো না। আর যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের চিঠিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে চোখ দেয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের দিকেই দেখে। দুই

[১] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবীর ৬:২৫৬, হাদীস : ৬১৪৮
২. তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া ১:৮৪, হাদীস : ২০৩, ২০৫
৩. হিন্দি, কানযুল উম্মাল ২:৮৭, হাদীস : ৩২৬৭

[২] ১. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ৬:২৫৬, হাদীস : ৬১৪৮
২. তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া ১:৮৪, হাদীস : ২০৩, ২০৫
৩. হিন্দি, কানযুল উম্মাল ২:৮৭, হাদীস : ৩২৬৭

হাত উঁচিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো। হাতের পিঠ উপর দিকে দেবে না। দোয়া যখন শেষ হবে, হাত দুইখানা চেহারায় বুলিয়ে নেবে।[১]

[আবূ দাউদ, হাকেম, ইবনে আবী শায়বা, বয়হাকী ও তাবরানী। এর রাবীগণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য]

٤٤. عَنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ سَلَّمَ، اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

হযরত আসওয়াদ আমেরী রাদিআল্লাহু আনহু আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন : আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন এক দিকে হয়ে আপন উভয় হাত মোবারক উঠিয়ে দিলেন আর দোয়া করলেন।[২]

[আবূ শায়বা]

٤٥. عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَي، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرَ ﷺ وَرَأَى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

---

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب الدعاء : ২:৭৮, হাদীস : ১৪৮৫
২. হাকেম, আল-মুসতাদরক ১:৭১৯, হাদীস : ১৯৬৮
৩. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ ৬:৫২, হাদীস : ২৯৪০৫
৪. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২:২১২, হাদীস : ২৯৬৯
৫. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর ১০:৩১৯, হাদীস : ১০৭৭৯
৬. মুসনাদে শামী, ২:৪৩২, হাদীস : ১৬৩৯
৭. শায়বানী, আল আহাদ ওয়াল মাসানী ৪:৪১০
৮. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'ছুরিল খিতাব ২:৩০৬, হাদীস : ৩৩৮৩
৯. মুকরিযী, মুখতাসার কিতাবুল বিতর ১:১৫২
১০. হায়সমী , মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০:১৬৯ আর বলেছেন, তার রাবীসমূহ সিকাহ।
১১. কুরতুবী, আল জামে লিআহকামিল কুরআন ১১:৩৩৭

[২] ১. ইবনে আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ ১:২৬৯, হাদীস : ৩০৯৩
২. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২:১৭১ আর বলেছেন, হাদিসটি ইবনে আবী শায়বা তার মুসান্নফে রেওয়ায়ত করেছেন।
৩. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী ১:৩২৮

رَوَاهُ الْمُقَدِّسِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ، وَقَالَ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মুহাম্মদ বিন আবূ ইয়াহইয়া রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন :একদা আমি (একটি ঘটনা) দেখলাম যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করতে দেখলেন। তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, নিশ্চয় নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত (দোয়ার জন্য) হাত উঠাতেন না।[১]

[মুকাদ্দসী, তাবরানী। এর রাবীগণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।]

٤٦. عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِلَهِ جِبْرِيلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِي فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمُنِي فِي دِيْنِي فَإِنِّي مُبْتَلًى وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ ، فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ.

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ السُّنِّي وَاللَّفْظُ لَهُ وَالدَّيْلَمِيُّ وَالْهِنْدِيُّ.

হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যখনই কোন বান্দা নামায শেষে দুইখানা হাত প্রসারিত করে আর বলে, হে আল্লাহ! হে আমার ইলাহ! হে ইবরাহীম, ইসহাক ও এয়াকূবের মাবুদ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর। কারণ, আমি অসহায়। আমি বিভিন্ন পরীক্ষার শিকার, তুমি আমাকে আমার দ্বীনে অটল রাখ। আমি গুনাহগার, তুমি আমাকে অতিশয় রহম কর। আমি নিঃস্ব, তুমি আমার দারিদ্র দূরীভূত করে দাও! তখন আল্লাহ

---

[১] ১. মুকাদ্দসী, আল আহাদিসুল মুখতারা, ৯:৩৩৬, হাদীস : ৩০৩
২. হায়সমী , মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০:১৬৯ আর বলেছেন, হাদিসটি তাবরানী রেওয়ায়েত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।
৩. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২:১০০ আর বলেছেন, হাদিসটি তাবরানী রেওয়ায়ত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।

তা'আলা তাকে নিজের জিম্মায় নিয়ে নেন। তার দুইখানা হাত খালি ফিরিয়ে দেন না।[১]

[ইবনে আসাকের, ইবনুস সুন্নী, দারমী ও হিন্দী। শব্দমালা ইবনুস সুন্নীর]

٤٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَوْمٌ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعِي أَيْدِيْهِمْ يَدْعُوْنَ اللهَ ﷻ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هَلْ تَرَى مَا أَرَى بِأَيْدِيْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِي أَيْدِيْهِمْ فَقَالَ نُوْرٌ قُلْتُ : أُدْعُ اللهَ تَعَالَى اَنْ يُرِيَنِيْهِ قَالَ: فَدَعَا فَرَأَيْتُهُ فَقَالَ : يَا أَنَسُ اسْتَعْجَلَ بِنَا حَتَّى نُشْرِكَ الْقَوْمَ فَأَسْرَعْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَرَفَعْنَا أَيْدِيْنَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ وَالطَّبْرَانِي فِي الدُّعَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একদা আমি ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। মসজিদে কিছু লোক আপন হাত উঁচিয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছিলেন। তা দেখে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : এদের হাতে যা রয়েছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, আপনি এদের হাতে কী দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন : (আমি তাদের হাতসমূহে) নূর (দেখতে পাচ্ছি)। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন সে নূর আমাকেও দেখান। তিনি বলেন, অতঃপর নবী পাক ইরশাদ করেন : হে আনাস! ত্বরা কর। আমরাও যেন তাদের সাথে (দোয়ায়) শরীক হতে পারি। অতঃপর আমি নবী পাকের সাথে ত্বরা করে তাদের কাছে গেলাম আর আমরাও দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে দিলাম।[২]

[বুখারী ও তাবরানী। শব্দমালা তাবরানীর]

[১] ১. ইবনে আসাকির ১৬:৩৮৩
২. ইবনুস সুন্নী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলা, ১:৫২, হাদীস : ১৩৯
৩. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'সূরিল খিতাব, ১:৪৮১, হাদীস : ১৯৭০
৪. হিন্দি, কানযুল উম্মাল ২:১৩৪, হাদীস : ৩৪৭৫
৫. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২:১৭১

[২] ১. বুখারী, তারিখুল কবীর, ৩:২০২, হাদীস : ৬৯২
২. তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১:৮৫, হাদীস : ২০৬

٤٨. عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتَذَرَّعُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَاَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

হযরত ফজল বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : (নফল) নামায দুই রাকাত দুই রাকাত। প্রতি দুই রাকাতে রয়েছে তাশাহহুদ, বিগলিত হৃদয়, আল্লাহ-ভীতি ও স্থিরতা। আর রয়েছে, আপন রবের দরবারে দুই হাত এ ভাবে উঁচিয়ে দেয়া যেন হাতের তালু মুখের দিকে থাকে। আর বলবে, হে প্রতিপালক! হে রব আমার! যে ব্যক্তি এরূপ বলল না, সে এমন, সে এমন।[১]

[তিরমিযী, আহমদ, নাসায়ী ও তাবরানী]

٤٩. عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ تَبَاءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ».

رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

[১] ১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب ما جاء في التخشع في الصلاة ২:২২৫, হাদীস : ৩৮৫
২. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ১:২১২, ৪৫০, হাদীস : ৬১৫, ১৪৪০
৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:১৬৭
৪. তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ১৮:২৯৫, হাদীস : ৭৫৭
৫. মুনযরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১:২০৩, হাদীস : ৭৭০
৬. আবূল মাহাসিন, আল মু'তাসিরুল মুখতাসার, ১:৩৮
৭. ইবনে রজব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকম, ১:১০৬
৮. ইবনে কুতাইবা, তাবিলো মুখতালিফুল হাদিস, ১:১৬৮

وَقَالَ إِبْنُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ تَخْرِيْجِ هَذَا الْحَدِيْثِ : وَفِي هَذَا الْخَبَرِ زِيَادَةُ شَرْحُ ذِكْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِيَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ، وَفِي خَبْرِ اللَّيْثِ قَالَ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ تَسْتَقْبِلُ بِهِمَا وَجْهِكَ وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ لَيْسَ مِنْ سِنَّةِ الصَّلاَةِ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الْمُثَنَّى.

হযরত মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নামায দুই রাকাত দুই রাকাত। প্রতি দুই রাকাতে রয়েছে তাশাহহুদ, মুসিবত ও নিঃস্ব অবস্থার কথা জানানো আর রয়েছে দুই হাত উঠিয়ে দিয়ে বলা, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার নামায অসম্পূর্ণ।[১]

[আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা]

ইমাম ইবনে খোযায়মা স্বীয় সহীহ কিতাবে এই হাদীসখানি আনয়ন করার পর বর্ণনা করেন : অত্র হাদীসে দোয়াকালে হাত উঠানো নিয়ে বিস্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। দোয়াপ্রার্থীর বলা উচিত, হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! হযরত লাইস রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় রয়েছে. দোয়াপ্রার্থী স্বীয় দুইখানি হাত আল্লাহর দিকে উঠাবে আর তাঁকে আপন চেহারার সামনে রাখবে আর বলবে, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হাত উঠানো ও সালামের পূর্বে তাশাহহুদ পড়া নামাযের অভ্যন্তরীন সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত নহে। এতে প্রমাণিত হয় যে, হাত উঠানো, দোয়া করা ও ফরিয়াদ করা সালাম ফিরানোর পরেই

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : فى صلاة النهار ২:২৯, হাদীস : ১২৯৬
২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস সালাতে ওয়াস সুন্নাতে ফিহা, باب : ما جاء فى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ১:৪১৯, হাদীস : ১৩২৫
৩. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা ১:২১২, ৪৫১, হাদীস : ৬১৬, ১৪৪১
৪. ইবনে খুযাইমা, আস সহীহ ২:২২০, ২২১, হাদীস : ১২১২, ১২১৩
৫. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ ৪:১৬৭
৬. দারু কুতনী, আস-সুনান ১:৪১৮, হাদীস : ৪
৭. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২:৪৮৮, হাদীস : ৪৩৫৪
৮. দায়লমী, আল ফিরদাউস মা'ছুরিল খিতাব ২:৪০৭, হাদীস : ৩৮১১
৯. মুনযরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১:২০৩, হাদীস : ৭৭০

কাজ। অর্থাৎ উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে (নামায পরিপূর্ণ করার পর) দোয়া করা উচিত।

৫০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا.

وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَالِابْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ الطَّبْرَانِيُّ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন : মুনাজাত করার নিয়ম হল, নিজের হাত দুইখানা আপন কাঁধ পর্যন্ত বা এর বরাবর উঠাবে। ইস্তে গফার হল, এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। আর অনুনয়-বিনয় হল, উভয় হাতকে একত্রে উঁচিয়ে দেওয়া।

আব্বাস বিন আবদুল্লাহ বিন মা'বদ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করার নিয়ম এই রকম (বলে) তিনি তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করলেন আর এতদুভয়ের পিঠ নিজের চেহারার সামনে রাখলেন।[১]

[আবূ দাউদ, আবদুর রাজ্জাক ও তাবরানী]

৫১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

[১] ১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, باب : الدعاء ২:৭৯, হাদীস : ১৪৮৯, ১৪৯০
২. আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ ২:২৫০, হাদীস : ৩২৪৭
৩. তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া ১:৮৬, হাদীস : ২০৭
৪. মুকাদ্দসী, আল আহাদিসুল মুখতারা, ৯:৪৮৬, হাদীস : ৪৬৮, ৪৬৯
৫. আসকালানী, ফতহুল বারী ১১:১৪৩ আর বলেছেন, হাদিসটি আবূ দাউদ ও হাকেম রেওয়ায়েত করেছেন এবং দেরায়াতেও (২:১৭, হাদীস : ৪২৬) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
৬. যায়লায়ী, নাসবুর রায়া ৩:৫১
৭. সুনআনী, সুবুলুস সালাম ৪:২১৯
৮. যুরকানী, শরহুল মুআত্তা ২:৫৯
৯. মুনাবী, ফয়জুল কদীর ১:১৮৪
১০ আযীব আবাদী, আওনুল মা'বুদ ৪:২৫৩

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করবে, তখন নিজের হাতের তালু দিয়ে দোয়া করবে; এর পিঠ দিয়ে করবে না। আর যখন দোয়া শেষ করবে, তখন নিজের উভয় হাত মুখে বুলিয়ে নেবে।[১]

[ইবনে মাজাহ]

٥٢. وَقَالَ الإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَأَمَّا آدَابُهُ :

فَمِنْهَا : اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ دُوْنَ تَخْصِيْصِ حَالِ الشِّدَّةِ وَ الْبَلاَءِ.

وَ مِنْهَا : اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ وَ خَتْمُهُ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَ مِنْهَا : أَنْ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَوَاتِهِ

وَ مِنْهَا : أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا الْمَنْكِبَيْنِ إِذَا دَعَا.

وَ مِنْهَا : أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ .

হযরত ইমাম বায়হাকী শু'য়াবুল ঈমানে বলেন, দোয়ার আদব হল :

১. সর্বদা দোয়া করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। হোক স্বাচ্ছন্দ্যকালে। আর দোয়াকে কেবল দুঃখ-দুর্দশা ও মুসিবতের জন্য বিশেষিত না করা।
২. দোয়ার আগে ও পরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লারে ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করা।
৩. নামায শেষে দোয়া করা।
৪. দোয়ার সময় নিজের হাত উভয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করা।
৫. দোয়া শেষে নিজের উভয় হাত মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নেওয়া।[২]

[১] ১. ইবনে মাজা, কিতাবুদ দোয়া, باب : رفع اليدين فى الدعاء ২:১২৭২, হাদীস : ৩৮৬৬, কিতাবু ইকামাতিস সালাতে ওয়াস সুন্নাতে ফিহা, ১:৩৭৩, হাদীস : ১১৮১
২. কেনানী, মিসবাহুয যুজাজাহ ১:১৪১, হাদীস : ৪২২
৩. মুকরিজী, মুখতাসারু কিতাবুল বিতর ১:১৫১, হাদীস : ৬৫
৪. সুয়ুতী, শরহু সুনানে ইবনে মাজা ১:২৭৫, হাদীস : ৩৮৬৬

[২] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান ২:৪৫

٥٣. وَقَالَ الإِمَامُ أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَي بْنِ شَرَفِ النَّوَوِي : قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ اَلسُّنَّةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلاَءٍ كَالْقَحْطِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، اِحْتَجُّوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثِ يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ ﷺ إِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ ﷺ فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنِ غَيْرَ الْاِسْتِسْقَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ وَقَدْ جَمَعَتْ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ حَدِيْثًا مِنَ الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا.

ইমাম আবূ জাকারিয়া এয়াহয়া বিন শরফ নূরী বর্ণনা করেন, আমাদের আলেম-ওলামা প্রমুখ বলেন : প্রত্যেক সেই দোয়া যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্দশা-দুরাবস্থা কালে করা হয়, সে সব দোয়ায় হাত উঠানো সুন্নত। আর তা এভাবে যে, নিজের দুই হাতের পিঠ আসমানের দিকে করবে। এই হাদীসকে দলীল করে কতিপয় লোক হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর এই উদ্ধৃতি বর্ণনা করে থাকেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেসকার নামায ব্যতীত কোন দোয়ায় হাত উঠাতেন না, এমন কি (তিনি যখন হাত উঠাতেন) তাঁর বগল মোবারকের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকত। অত্র হাদীসের শাব্দিক অর্থ এই সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেসকার নামায ব্যতীত অন্য কোন দোয়ায় হাত উঠাতেন না। বাস্তবতা মোটেও এটি নয়। বরং এই কথাই স্বীকৃত যে, তিনি ইস্তেসকার নামায ছাড়াও অপর বিভিন্ন অবস্থাতেও হাত তুলে দোয়া করেছেন। এ সব অবস্থা অসংখ্য। আমি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) কিংবা উভয়ের যে কোন একটি থেকে অনুরূপ তিনটি হাদীস চয়ন করেছি।'[১]

[১] নববী, শরহু সহীহিল মুসলিম ৬:১৯০

٥٤. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الْفَتَاوَى : وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَنْ دَعَا اللهَ لَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ؛ فَهَذَا خِلَافُ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ السُّنَنُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ مِنْ رَفْعِ الْأَيْدِي إِلَى اللهِ فِي الدُّعَاءِ.

'শায়খ ইবনে তাইমিয়া স্বীয় ফতোয়ায় বর্ণনা করেন : হুযূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টি এতই অধিকহারে স্বীকৃত যে, সেগুলো গুণে শেষ করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, এতদ্বিষয়-সংকলিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। যদি কেউ এই অর্থ করে যে, দোয়াকারী নিজের হাত উঠাবে না, তা হবে রসূল থেকে বর্ণনাকৃত সুন্নতে মুতাওয়াতিরের খেলাফ। আর তা তো মানুষের সেই (মানবীয়) সহজাত প্রবৃত্তিরও ব্যতিক্রম, যার উপর আল্লাহর বান্দারা প্রতিষ্ঠিত (অর্থৎ প্রার্থনাকারী সর্বদা হাত বাড়িয়েই দিয়ে থাকে)। আর তা এই যে, দোয়া কালে আল্লাহ তা'আলার প্রতি হাত উঠানো হবে।'[১]

٥٥. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِي : مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ الَّتِي يُرْجَى بِسَبَبِهَا إِجَابَتُهُ.

'ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী দীর্ঘ এক হাদীসে (নবী পাকের এক সাহাবার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন : তিনি আপন হাত দুইখানা আসমানের দিকে উঠান। এটি হল দোয়ার আদবসমূহের অন্যতম, যে আদব দিয়ে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যেতে পারে।'[২]

٥٦. وَقَالَ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِي : أَحَادِيْثُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ﷺ نَحْوُ مِائَةُ حَدِيْثٍ فِيْهِ رِفْعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ (فَضُّ الْوِعَاءِ فِي أَحَادِيْثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ) لَكِنَّهَا فِي قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ فَكُلُّ قَضِيَّةٍ

[১] ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৫:২৬৫
[২] ইবনে রজব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকম, ১:১০৫

مِنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرِكُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّفْعُ عِنْدَ الدُّعَاءِ تَوَاتَرَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوْعِ.

'হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠানোর ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় একশতের মত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোতে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া কালে হাত উঠিয়েছেন। সেসব হাদীস আমি আলাদা একটি কিতাবে فَضُّ الْوِعَاءِ فِي أَحَادِيْثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ সন্নিবেশন করেছি। অবশ্য ওসব দোয়া বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা। কিন্তু সব হাদীসেই হাত উঠানোর ব্যাপারটি উল্লেখ রয়েছে। অতএব, (হাত তুলে দোয়া করার) এই বিষয়টি সর্বতোভাবে মুতাওয়াতির হাদীসাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেল।'[১]

* হযরত আয়েশা(রা:) থেকে" Bukhari Book 7; vol 71; 14644

[১] সুয়ূতী, তাদরিবুর রাবী, ২:১৮০

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. আলুসী : মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ হোসাইনী (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ ইং), **রুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস সাবয়িল সামানী** : লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি

৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.

৪. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), **মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া** : মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া

৫. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **যাদুল মসীর ফি ইলমিত তাফসীর** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি.

৬. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং

৭. ইবনে হাযর আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **তালখিসুল হাবির ফি আহাদিসির রাফেঈ আল-কবির** : মদিনা, সৌদি আরব, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ ইং

৮. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **ফতহুল বারী** : লাহোর, পাকিস্তান, দারুন নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং

৯. ইবনে হাজর আরোসী : আবু আবদুর রহমান জিলান, **কিতাবুদ দোয়া** : লাহোর, নুমানী কুতুব খানা, ২০০৩ ইং

১০. ইবনে খুযাইমা : আবু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং

১১. ইবনে রাহুআই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ ইং), **আল-মুসনাদ** : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং

১২. ইবনে রজব হাম্বলী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ (৭৩৬-৭৯৫ হি.), **জামিউল উলুম ওয়াল হিকম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৮ হি.

১৩. ইবুনস সুন্নী : আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আদ-দিনোরী (২৮৪-৩৬৪ হি.), **আমাল য়াওমে ওয়াল লায়লা** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইবনে হাযম, ১৪২৫ হি./২০০৪ ইং

১৪. ইবনে আদী : আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আবু আহমাদ আল-জুরজানী (২৭৭-৩৬৫ হি.), **আল-কামেল ফি জুআফির রিজাল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ ইং

১৫. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হেবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তারিখে দামিশক আল-কাবির (তারিখে ইবনে আসাকির)** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪২১ হি./২০০১ ইং

১৬. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হেবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তাহযিব তারিখে দেমশক আল-কাবির** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মাইসির, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং

১৭. ইবনে গাযওয়ান : আবু আবদুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গাযওয়ান জব্বী (১৯৫ হি.), **কিতাবুদ দোয়া** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রশিদ, ১৯৯৯ ইং

১৮. ইবনে কুতাইবা : আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবাহ আবু মুহাম্মদ আদ-দিনুরী (২১৩-২৭২ হি.), **তাবিলু মুখতালিফুল**

হাদীস : বৈরুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৩৯৩ হি./১৯৭২ ইং

১৯. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), তাফসিরুল কুরআনিল আযিম : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং

২০. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযইবনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), আস-সুনান : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং

২১. ইবনে মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াজেহ মারওয়াজী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং), কিতাবুয যুহুদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

২২. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), আস-সুনান : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং

২৩. আবু আলা মুবারকপুরী : মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম (১২৮৩-১৩৫৩ হি.), তুহফাতুল আহওয়াজী : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

২৪. আবু আওয়ানা : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে যাইদ নিসাফুরী (২৩০-৩১৬ হি./৮৪৫-৯২৮ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮ ইং

২৫. আবু মুহাসিন : আবু মুহাসিন ইউসুফ ইবনে মূসা আল-হানফী, মু'তাসির মিনাল মুখতাসার মিন মুশকিলিল আসার : বৈরুত, লেবানন, আলিমুল কিতাব

২৬. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং

২৭. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), দালায়িলুন নুবুওয়া : হায়দারাবাদ, ভারত, মজলিসে দায়েরা মুআরিফে উসমানিয়া, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ ইং

২৮. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭

হি./৮২৫-৯১৯ ইং), আল-মুসনাদ : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং

২৯. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), আল-মু'জম : ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, ইদারাতুল উলুমুল আসরিয়া, ১৪০৭ হি.

৩০. আহমাদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং

৩১. আযদী : রবি' ইবনে হাবিব ইবনে ওমর বসরী, আল-জামে : বৈরুত, লেবানন, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৫ ইং

৩২. আযদী : রবি' ইবনে হাবিব ইবনে ওমর বসরী, আল-জমিউস সহীহ মুসনদুল ইমাম রবি' ইবনে হাবিব : বৈরুত, লেবানন, দারুল হিকমাহ, ১৪১৫ হি.

৩৩. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), আল-আদাবুল মুফরাদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং

৩৪. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), আত-তারিখুল কাবির : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

৩৫. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), আল-জামিউস সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং

৩৬. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.

৩৭. বগবী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২৩ ইং), শরহুস সুন্নাহ : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং

৩৮. বগবী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২৩ ইং), মুআলিমুত

তানযিল : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং

৩৯. বায়যাভী : নাসিরুদ্দীন আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ সিরাজী বায়যাভী (৭৯১ হি.), আত-তাফসীর : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ ইং

৪০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), আস-সুনানুস সুগরা : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং

৪১. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), আস-সুনানুল কুবরা : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং

৪২. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), আস-সুনানুল কুবরা : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং

৪৩. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), শু'আবুল ঈমান : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং

৪৪. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), আল-জামেউস সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং

৪৫. জাসসাস : আহমাদ ইবনে আলী আর রাজী আবু বকর (৩০৫-৩৭০ হি.), আহকামুল কুরআন : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৫ হি.

৪৬. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং

৪৭. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), আল-মুসতাদরাক

আলাস সহীহাইন : মক্কা, সৌদি আরব-দারুল বায লিন নশর ওয়াত তওযি'

৪৮. হুসামুদ্দীন হিন্দি : আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হেসামুদ্দিন (৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আফআলে ওয়াল আকওয়াল : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং

৪৯. হোসাইনী : ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ (১০৫৪-১১২০ ইং), আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ : বৈরুত, লেবানন-দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০১ হি.

৫০. হাসফকী : সদরুদ্দীন মূসা ইবনে যাকারিয়া (৬৫০ হি.), মুসনাদুল ইমাম আবু হানিফা : করাছি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা

৫১. হাকিম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বশীর, নওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৯৯২ ইং

৫২. হোমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (২১৯ হি./৮৩৪ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আলইলমিয়া + মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মুনতাহা

৫৩. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়া : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব-আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া

৫৪. খতিব তাবরিযি : ওলী উদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (৭৪১ হি.), মিশকাতুল মাসাবিহ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২৪ হি./২০০৩ ইং

৫৫. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ ইং), আস-সুনান : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরবী, ১৪০৭ হি.

৫৬. দিময়াতী : আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দীন (৭০৫ হি.), আল-মুতজিরুর রাবেহ : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা ও মাতবা'তুন নাহজাহ আল-হাদিসা, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং

৫৭. দায়লমী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-

১১১৫ ইং), আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং

৫৮. রাজী : মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে আলী তামিমী (৫৬৩-৬০৬ হি./১১৪৯-১২১০ ইং), আত-তাফসীরুল কবির : তেহরান, ইরান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

৫৯. যায়লায়ী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হানাফী (৭৬২ হি.), নাসবুর রায়া লি আহাদিসিল হিদায়া : মিসর, দারুল হাদিস, ১৩৫৭ হি.

৬০. সমআনী : মনসূর ইবনে মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার সমআনী আবুল মুজাফফার (৪২৬-৪৮৯ হি.), আত-তাফসীর : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল ওয়াতান, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ ইং

৬১. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), তাদরিবুর রাবী ফি শরহি তাকরিইবনে নওয়াওয়ী : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিছা

৬২. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), তানওয়ীরুল হাওয়ালিক শরহু মুআত্তা মালেক, মিসর, মাকতাবাতুত তেজারিয়া আল-কুরবা, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ ইং

৬৩. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), আল-জামিউস সগীর ফি আহাদিসিল বশীর আন নজীর : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

৬৪. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), আল-খাসায়িসুল কুবরা : ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরীয়া রিজবীয়া

৬৫. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), আদ-দুররুল

মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা

৬৬. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), আদ-দিবাজ আলা সহীহে মুসলিম : আল-খরব, সৌদি আরব, দারু ইবনে আফফান, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ ইং

৬৭. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ : করাছি, পাকিস্তান, কদিমী কুতুব খানা

৬৮. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), মিফতাহুল জান্নাহ : মদিনা, সৌদি আরব, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, ১৩৯৯ হি.

৬৯. শাশী : আবু সাঈদ হাইছম ইবনে কুলাইব ইবনে শুরাইহ (৩৩৫ হি./৯৪৬ ইং), আল-মুসনাদ : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকম, ১৪১০ হি.

৭০. শাফী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফে' কুরাশী (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

৭১. শাফী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফে' কুরাশী (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ ইং), আস-সুনানুল মা'সূরা : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি.

৭২. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), নাইলুল আওতার শরহু মুনতাকাল আখবার : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ ইং

৭৩. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), ফতহুল কাদীর : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ ইং

৭৪. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং), আল-আহাদ ওয়াল মাসানী : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুর রায়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং

৭৫. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং), আল-আসল আল-মা'রুফ বিল মাবসূত : করাছি, পাকিস্তান, এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া

৭৬. সুনআনী : মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (৭৭৩-৮৫২ হি.), সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগুল মুরাম : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৩৭৯ হি.

৭৭. তাহের আল-কাদেরী : ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী, ইরফানুল কুরআন : লাহোর, পাকিস্তান, মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেন্স

৭৮. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), কিতাবুদ দোয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪২১ হি./২০০১ ইং

৭৯. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), মুসনাদুস শামিয়ীন : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ ইং

৮০. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুল আওসত : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং

৮১. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুস সগীর : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং

৮২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুল কবির : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা

৮৩. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুল কবির : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

৮৪. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ ইং), শরহু মা'আনিল

আসার : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৯ হি.

৮৫. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ ইং), মুশকিলুল আসার : বৈরুত, লেবানন, দারু সাদের

৮৬. তায়ালিসী : আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা

৮৭. আবদু ইবনে হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কসি (২৪৯ হি./৮৬৩ ইং), আল-মুসনাদ : কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং

৮৮. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), আল-মুসান্নাফ : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১০৪৩ হি.

৮৯. আজলোনী : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদি ইবনে আবদুল গণি জারাহী (১০৮৭-১১৬২ হি./১৬৭৬-১৭৪৯ ইং), কাশফুল খিফা ওয়া মাযিলুল ইলবাস : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.

৯০. আযীম আবাদী : আবু তৈয়ব মুহাম্মদ শমশুল হক (আওনুল মা'বূদ শরহে সুনানে আবু দাউদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৫ হি.

৯১. কাযী আয়াজ : আবুল ফজল আয়াজ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে আমর ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ ইং), আস-শিফা বিতা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাব আল-আরবী

৯২. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ ইং), আল-জামে লি আহকামিল কুরআন : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি

৯৩. কাযইবনী : আবদুল করিম ইবনে মুহাম্মদ আর রাফেয়ী, আত-তাদইবনে ফি আখবারে কাযইবনে : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৭ ইং

৯৪. কুযায়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে জাফর (৪৫৪ হি.), মুসনাদুস শিহাব : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৭ হি.

৯৫. কনোজী : সিদ্দীক ইবনে হাসান ইবনে আল-কনোজী (১২৪৮-১৩০৭ হি.), আবজদুল উলুম ফি বয়ানে আহওয়ালুল উলুম : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৭৮ ইং

৯৬. কেনানী : আহমাদ ইবনে আবু বকর ইবনে ইসমাঈল (৭৬২-৮৪০ হি.), মিসবাহুয জুজাজাহ ফি যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ : বৈরুত, লেবানন, দারুল আরবীয়া, ১৯৭৮ ইং

৯৭. আল-আলকালী : আবু কাসেম হেবাতুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে মানসূর (৪১৮ হি.), শরহু উসূলু ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মিনাল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারু তাইবাহ, ১৪০২ হি.

৯৮. মালেক : মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালকস ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেছ ইসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ ইং), আল-মুআত্তা : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ ইং

৯৯. মরওয়াযী : মুহাম্মদ ইবনে নসর ইবনে আল-হাজ্জাজ, আবু আবদুল্লাহ (২০২-২৯৪ হি.), আস-সুন্নাহ : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, ১৪০৮ হি.

১০০. মুযি : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ ইং), তাহযিবুল কামাল : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং

১০১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), আস-সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি

১০২. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), আল-আহাদিসুল মুখতারা : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদিসা, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং

১০৩. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), আল-আহাদিসুল মুখতারা, ফাযায়িলু বাইতিল মুকাদ্দিস সিরিয়া, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.

১০৪. মুকরিযী : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাদের ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তামিম ইবনে আবদুস সামাদ (৭৬৯-৮৪৫ হি./১৩৬৭-১৪৪১ ইং), মুখতাসারু কিতাবুল বিতর : জর্দান, মাকতাবাতুল মানার, ১৪১৩ হি.

১০৫. মুনাবী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ ইং), ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর : মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.

১০৬. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল ক্বাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ ইং), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি.

১০৭. নুহাস : আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-মুরাদি আবু জাফর (৩৩৯ হি.), আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ: কুয়েত, মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০৮ হি.

১০৮. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), আস-সুনান : হালব, সিরিয়া, মাকতাবাতুল মাতবুআতুল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ইং

১০৯. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), আমালাল য়াওমি ওয়াল লায়লা : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং

১১০. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জমআ' ইবনে হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮ ইং), শরহু সহীহ মুসলিম : করাচি, পাকিস্তান, কদিমী কুতুবখানা, ১৩৭৫ হি./১৯৫৬ ইং

১১১. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জমআ' ইবনে হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮

ইং), রিয়াযুস সালিহীন : বৈরুত, লেবানন, দারুল খায়র, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং

১১২. হায়সমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), মাযমাউজ জাওয়ায়িদ : কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত-তুরাস + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং

১১৩. হায়সমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), মাওয়ারিদুয জামআন ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

আলহামদুলিল্লাহ

সবজরী পাবলিকেশন প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

❁ ভারতবর্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলেমেদ্বীন আল্লামা ফকীর রচিত *আয় আল্লাহ্ মেরে তাওবা*'র বাংলা অনুবাদ **ওহে আল্লাহ্! আমার তাওবা**

❁ ভারতের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহাম্মদ নূরী রচিত **বারাহ্ তাক্বীর (বার মাসের বয়ান, ফযীলত ও আমল)**

❁ আ'লা হযরত মুফতী আহমদ রেজা খান বেরলভী রচিত *নাকউস সালাফা ফী আহ্কামিল বায়'আত ওয়াল কিলাফরী*'র বাংলা অনুবাদ **বায়'আত ও খিলাফতের বিধান**

❁ আ'লা হযরত মুফতী আহমদ রেজা খান বেরলভী রচিত *তরদুল আফায়ী আন্ হামা হামিদ রফউর রিফায়ী*'র বাংলা অনুবাদ **গাউছুল আযম ও গাউছিয়াত**

❁ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *ইসলাম মেঁ ওয়ালেদাইন আওর বাচ্চোওঁকে হুকুক*'র বাংলা অনুবাদ **ইসলামে পিতা-মাতা ও শিশুদের অধিকার**

❁ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *কুরআন আওর শামায়েলে নববী*'র বাংলা অনুবাদ **কুরআন করিমে নবী চরিত**

❁ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *আল আরবাঈন : আদ-দুররাতুল বায়যা ফী মাকিবি ফাতিমাতিয্ যাহ্র রাদিআল্লাহু আন্হা*'র বাংলা অনুবাদ **ফযায়েলে শ্বেতমুক্ত নবী তনয়া ফাতিমাতুয্ যাহ্রা (রাদি.)**

❁ বিখ্যাত ইসলআমী গবেষক পি.এজসম.কুরী রচিত *দ্যা স্রাইন এন্ড কাল্ট অব মাঈন আল দিন চিশ্তী অব আজমীম*'র বাংলা অনুবাদ **হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্তী (রাহ.) এর মাজার : এক পরম ভক্তির পূণ্যস্থান**

❁ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রচিত *মা-সাবাতা বিস-সুন্নাহ্*'র বাংলা অনুবাদ **হাদীসের আলোকে ঈমানদারদের করণীয় আমল**

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তি, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়্যিদুনা তাহের আলাউদ্দীন আলকাদেরী আলবাগদাদী (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলুভী আল-মালেকী আল-মক্কী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদ আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিক্হ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য, আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ'-এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত সংগঠন 'পাস্তিান আওয়ামী ইত্তেহাদ'-এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর'।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিতমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সমাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেস প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইউস্টিটিউ' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের উপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেন্দ্রিক (IBC)-এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বাব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব-এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who-এর পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI)-এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন